রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

০৪

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ২৪, ২০০৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

বিধি-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৮ অগ্রহায়ণ, ১৪১৬/২২ নভেম্বর, ২০০৯

এস, আর, ও .নং ২৪৯-আইন/২০০৯-সম (বিধি-৫)-স্থায়ী-১/২০০৮।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) শিক্ষানবিসগণের প্রশিক্ষণ ও বিভাগীয় পরীক্ষা বিধিমালা, ১৯৯৫ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিলেন, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

(১) বিধি ৩ এর উপ-বিধি (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(২) মামলার নথি প্রস্তুতকরণ—প্রত্যেক শিক্ষানবিসকে, তাহার শিক্ষানবিসকালে—

(ক) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর নিরোধমূলক ধারাসমূহের (preventive sections) যে কোন ধারার অধীন দায়েরকৃত দুইটি মামলা;

(খ) মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তফসিলে উল্লিখিত আইনের অধীন নিষ্পত্তিকৃত চারটি মামলা, তবে একই আইনের অধীন দুইটির বেশি নথি প্রস্তুত করা যাইবে না;

(গ) নিম্নবর্ণিত আইন ও বিধিমালার অধীন দায়েরকৃত ছয়টি মামলা, তবে একই আইন বা বিধিমালার অধীন দুইটির বেশী মামলার নথি প্রস্তুত করা যাইবে না, যথা ঃ—

(অ) State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (East Bengal Act No. XXVIII of 1951) এর অধীন নামজারী ও জমাভাগ সংক্রান্ত মামলা ;

(আ) Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982) ;

(ই) Government and Local Authority Lands and Buildings (Recovery of Possession) Ordinance, 1970 (Ordinance No. XXIV of 1970);

(ঈ) Public Demands Recovery Act, 1913 (Bangla Act. No. III of 1913);

(এ) Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1985;

এর সংক্ষিপ্ত টিকা-টিপ্পনীসহ নথি প্রস্তুত করিতে হইবে এবং নথি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে তফসিল-২ এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করিতে হইবে।";

(২) তফসিল-১ এর—

(ক) প্রথম পত্র এর "আইন, বিধি ও পদ্ধতি (পুস্তক ব্যতীত)" এর "পাঠ্য বিষয়সমূহ" শিরোনামাধীন এর—

(অ) ক্রমিক নং (৭) এর বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"Rules of Business, 1996 এবং Allocation of Business among the Different Ministries and Divisions";

(আ) ক্রমিক নং (১১) এর বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮";

(ই) ক্রমিক নং (১১) এবং উহার বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রির পর নিম্নরূপ ক্রমিক নং (১২) এবং উহার বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রি সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(১২) Public Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance, 1985 (Ordinance No. V of 1985)।";

(খ) দ্বিতীয় পত্র অংশের শিরোনাম "হিসাব (পুস্তকসহ)" শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "হিসাব ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইন (পুস্তকসহ)" শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) দ্বিতীয় পত্র অংশের "পাঠ্য বিষয়সমূহ" শিরোনামাধীন এর—

(অ) ক্রমিক নং (১) এর বিপরীতে উল্লিখিত "Bangladesh" শব্দের পরিবর্তে "General" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) ক্রমিক নং (৪) এর বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১নং আইন)";

(ই) ক্রমিক নং (১১) এবং উহার বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রির পর নিম্নরূপ ক্রমিক নং (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭) ও (১৮) এবং উহাদের বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(১২) Passport Act, 1920 (Act No. XXXIV of 1920)।

(১৩) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন)।

(১৪) দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫নং আইন)।

(১৫) Land Development Tax Ordinance, 1976 (Ordinance No. XLII of 1976)।

(১৬) ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১।

(১৭) কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭ ও অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫।

(১৮) জলমহাল বন্দোবস্ত নীতিমালা, ২০০৫।";

(ঘ) ৩য় পত্র এর "ফৌজদারী ও রাজস্ব আইন (পুস্তক ব্যতীত)" এর "পাঠ্য বিষয়সমূহ" শিরোনামাধীন এর—

(অ) ক্রমিক নং (৯) এর বিপরীতে উল্লিখিত "(East Bengal Act. XXVIII of 1950)" বন্ধনীগুলি,, শব্দগুলি ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে "(East Bengal Act. XXVIII of 1951)" বন্ধনীগুলি, শব্দগুলি ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) ক্রমিক নং (১৯) এবং উহার বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রির পর নিম্নরূপ ক্রমিক নং (২০), (২১), (২২) ও (২৩) এবং উহাদের বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(২০) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন)।

(২১) মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৩৬ নং আইন)।

(২২) মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন)।

(২৩) The Government and Local Authority Lands and Buildings (Recovery of possession) Ordinance, 1970 (Ordinance No. XXIV of 1970)।";

(খ) তফসিল-২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ তফসিল-২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"তফসিল-২

বিধি ২ (২) দ্রষ্টব্য

বিসিএস(প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য মামলার সংক্ষিপ্ত টীকা-টিপ্পনীসহ নথি প্রস্তুত এবং নথি দাখিলের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতিঃ—

১। ফৌজদারী আদালত, ভ্রাম্যমান আদালত, রেভেনিউ আদালত ও সার্টিফিকেট আদালতে বিচারাধীন মামলার নথি প্রস্তুত করিবার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা তদকর্তৃক মনোনীত কোন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা কর্মকর্তা মামলা বাছাই করিয়া দিবেন। অনুরূপভাবে বিভাগীয় মামলা, নামজারী মামলা, এস এ মামলার নথি প্রস্তুত করিবার জন্য জেলা প্রশাসক বা তদকর্তৃক মনোনীত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মামলা বাছাই করিয়া দিবেন। উক্তরূপে বাছাইকৃত মামলা যে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা কর্মকর্তার নিকট বিচারাধীন থাকিবে সে আদালত বা কার্যালয়ে শিক্ষানবিস তাহার নথি প্রস্তুত করিবেন।

২। শিক্ষানবিস সংশ্লিষ্ট বিচার চলাকালে সংশ্লিষ্ট আদালত বা কর্তৃপক্ষ যে আদেশ বা সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন উহার ভিত্তিতে নথি প্রস্তুত করিবেন। তিনি সাধারণভাবে বিচার চলাকালে সার্বক্ষণিকভাবে উপস্থিত থাকিবেন এবং নিজে জবানবন্দি, আদেশ বা সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন। তিনি সংশ্লিষ্ট বিচারক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিপিবদ্ধ জবানবন্দি দেখিবেন না, কিন্তু যদি অনিবার্য কারণবশতঃ তিনি শুনানিতে আংশিকভাবে অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে উক্ত বিচারক বা কর্তৃপক্ষ লিপিবদ্ধ জবানবন্দি তাহাকে দেখাইতে পারিবেন।

৩। সংশ্লিষ্ট বিচারকারী বিচারক বা কর্তৃপক্ষ তাহার রায় বা চূড়ান্ত আদেশ বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর উহা শিক্ষানবিসকে দেখাইবেন। শিক্ষানবিস উহা পড়িতে এবং নোট নিতে পারিবেন। শিক্ষানবিস সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি বা নীতিমালার বিধানের আলোকে নিজের ভাষায় রায় বা চূড়ান্ত আদেশ বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লিখিবেন।

৪। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, শিক্ষানবিস নথিতে সাক্ষীদের জবানবন্দীর যে বিবরণী উপস্থাপন করিবেন উহাতে বিচারক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিপিবদ্ধ সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু উহাতে একটি বোধগম্য বিবরণ এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি থাকিবে। যে ক্ষেত্রে

দুই বা ততোধিক সাক্ষী একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকেন সেক্ষেত্রে সকল সাক্ষীর পূর্ণাঙ্গ জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই, তবে তাহাদের বক্তব্যের ভিন্নতর অংশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৫। প্রস্তুতকৃত নথিতে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথাঃ—

(ক) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সাক্ষী কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ, উহার গ্রহণযোগ্যতা, মূল্যায়ন এবং টীকা-টিপ্পনীসহ সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা অভিযোগের ক্ষেত্রে উহার প্রযোজ্যতা;

(খ) আইন, বিধি বা নীতিমালার উল্লেখসহ বিচার পদ্ধতি সম্পর্কিত টীকা-টিপ্পনী এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, জেরা, পুনঃজবানবন্দি এবং বিভাগীয় মামলার ক্ষেত্রে অভিযোগনামা, অভিযোগের বিবরণ ও তদন্ত প্রতিবেদন সম্পর্কিত বিষয়াবলী;

(গ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, মামলার উভয় পক্ষের উত্থাপিত যুক্তিতর্ক বা দাখিলকৃত কাগজপত্রের সার-সংক্ষেপ, বিচারক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত রায়, চূড়ান্ত আদেশ বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সার-সংক্ষেপ।

৬। বিচারক বা কর্তৃপক্ষ মামলার শুনানী চলাকালে শিক্ষানবিসের উপস্থিতির বিষয়ে শিক্ষানবিসকে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবেন।

৭। প্রত্যেক শিক্ষানবিস প্রথম যোগদানের ১ (এক) বৎসরের মধ্যে মামলার নথি প্রস্তুত ও দাখিল করিবেন, তবে সরকার বিশেষ কোন কারণে উক্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে। নথি যাহাতে যথাসময়ে দাখিল করা হয়, তজ্জন্য নথি প্রস্তুতকরণের অগ্রগতি সম্পর্কে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সময় সময় খোঁজ নিয়া ওয়াকিবহাল থাকিবেন এবং ইহা সঠিক নিয়মে প্রস্তুত করা হইয়াছে কি না উহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তিনি প্রত্যেক শিক্ষানবিসের প্রথম নথিটি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

৮। উক্তরূপে প্রস্তুতকৃত নথিসমূহ সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যাচাই-বাছাই করিয়া মতামতসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার এর নিকট প্রেরণ করিবেন। বিভাগীয় কমিশনার নথিসমূহের টীকা-টিপ্পনী পর্যালোচনাপূর্বক সন্তুষ্ট হইলে, গৃহীত হইয়াছে মর্মে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবেন।

৯। **বিশেষ বিধান।**—এই প্রজ্ঞাপন জারীর পূর্বে যে সকল শিক্ষানবিস ইতোমধ্যে নথি প্রস্তুত করিয়া আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর এর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন এবং সলিসিটর উক্তরূপ নথি গ্রহণ করিয়া প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিয়াছেন বা করিবেন সে সকল শিক্ষানবিসকে পুনরায় নথি প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হইবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ইকবাল মাহমুদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আবুল কাসেম, অতিঃ নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক এর অতিরিক্ত দায়িত্বে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd